মুজিবনগর স্মৃতিসৌধে স্বাধীনতা ব্যাংকার্স পরিষদ সোনালী ব্যাংকের শ্রদ্ধা নিবেদন

মুজিবনগর স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন স্বাধীনতা ব্যাংকার্স পরিষদ সোনালী ব্যাংক পিএলসি চুয়াডাঙ্গা এরিয়া।

আজ শুক্রবার বিকেলে চুয়াডাঙ্গা,মেহেরপুর জেলার নবগঠিত কমিটির নেতারা ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে জাতির পিতাসহ সকল শহীদের রুহের মাগফিরাত কামনায় দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন স্বাধীনতা ব্যাংকার্স পরিষদ নবগঠিত কমিটির সভাপতি সোনালী ব্যাংক জীবননগর শাখা ম্যানেজার আব্দুল হান্নান ,সহসভাপতি আলমডাঙ্গা শাখা ম্যানেজার এইচ এম আব্দুল আওয়াল ও মুহা: মুরশিদ আলম (এসপিও), সাধারণ সম্পাদক গাড়াডোব শাখা ম্যানেজার আসমাউল হুসনা তানিম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক দর্শনা শাখা ম্যানেজার আব্দুল লতিফ , হাটবোয়ালিয়া শাখা ম্যানেজার আলী হায়দার ।

এছাড়াও নাজমুল হক পিও, শরিফুল ইসলাম এসও,আবুল বাশার,আব্দুল ওয়াকিল, ইফতেখারুল বাশার, খালিদ হাসান, রুবেল হোসেন, শাহাবুল আলম,তারিক মুবাশির,হাসিবুল ইসলাম ও জাহিদুল আলম প্রমুখ।

এর আগে ২৭ ফেব্রুয়ারী নবগঠিত কমিটির অনুমোদন করেন কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি আলাউদ্দিন তুষার এবং সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রায়হান।

নবগঠিত কমিটিতে উপদেষ্টা হিসাবে রয়েছেন জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি, পরে কমিটির নেতারা মুজিবনগর আম্রকাননে কমিটির পরবর্তী কার্যক্রম সম্পর্কে এক আলোচনা সভায় মিলিত হয়।

গাংনীতে মোটরসাইকেল ও ইজিবাইকের সংঘর্ষে নারীসহ আহত ৪

গাংনী- হাটবোয়ালিয়া সড়কের পূর্বমালসাদহ নামক স্থানে মোটরসাইকেল ও ইজিবাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে এক নারীসহ অন্ততঃ চারজন আহত হয়েছেন। এরা হচ্ছেন মোটরসাইকেল আরোহী গাংনী পৌরসভার শিশিরপাড়া গ্রামের এনামুল হকের ছেলে রানা হোসেন(১৫), শরিফুল ইসলামের ছেলে শান্ত(১৫), ইজিবাইক যাত্রী গাংনী উপজেলার রায়পুর গ্রামের পটলের স্ত্রী মর্জিনা(৩৫) ও চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার খোরদ গ্রামের জাহাবকসের ছেলে মজিবুল হক (৫০)।

এদের মধ্যে মজিবুল হক, রানা ও শান্তকে প্রথমে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও পরে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়েছে। আহত মর্জিনাকে ভর্তি রাখা হয়েছে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে।
আজ শুক্রবার সকাল ১১ টার দিকে এই সড়ক দূর্ঘটনাটি ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, গাংনী থেকে মোটরসাইকেল আরোহী রানা ও শান্ত হাটবোয়ালীর দিকে যাচ্ছিলেন। ঘটনাস্থলে পৌছানো মাত্রই বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ইজিবাইকের সাথে মুখেমুখি সংঘর্ষ হলে ইজিবাইক ও মোটরসাইকেল দুমড়ে মুচড়ে যায়।

এসময় আহত হন চারজন। স্থানীয়রা আহতদেরকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেন।
গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তাজুল ইসলাম এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্তব্যরত চিকিৎসক সুমাইয়া আফরোজ জানান, আহতদের মধ্যে মর্জিনাকে ভর্তি রাখা হয়েছে। অন্য তিনজনের অবস্থা আশংকাজনক হওয়ায় তাদেরকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়েছে।

[redacted]

[redacted]

মেহেরপুরে বেড়েছে গমের আবাদ, উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ৫৩ হাজার ৫৬৬ মেট্রিকটন

মেহেরপুর জেলায় চলতি মৌসুমে লক্ষমাত্রা ছাড়িয়ে ১৩ হাজার ৬৫ হেক্টর জমিতে গমের চাষ হয়েছে। যেখানে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৫৩ হাজার ৫৬৬ মেট্রিকটন। প্রতি হেক্টর জমিতে ৪.১ মেট্রিকটন উৎপাদন হবে।
জেলায় গম চাষের লক্ষমাত্রা ছিলো ১০ হাজার হেক্টর জমিতে। আবহাওয়া ভাল থাকায় গমের ভাল ফলনের আশা করছেন চাষীরা। গত কয়েক বছর ধরে ব্লাস্ট রোগের কারণে গমের আবাদ কমেছিল জেলায়।

অনুকুল আবহাওয়া ও গত বছরে ভালো মুল্য পাওয়ায় এই বছরে গম চাষে আগ্রহী হয়েছেন জেলার চাষিরা।

কৃষি বিভাগের তথ্যমতে, চলতি মৌসুমে মেহেরপুর জেলায় গম চাষের লক্ষমাত্রা ধরা হয়েছিলো ১০ হাজার হেক্টর জমিতে। কৃষি বিভাগের লক্ষমাত্রা ছাড়িয়ে জেলায় চাষ হয়েছে ১৩ হাজার ৬৫ হেক্টর জমিতে। ব্লাস্ট প্রতিরোধী ও জিংক সমৃদ্ধ উচ্চফলণশীল নতুন নতুন জাতের গম বারি ৩০, ৩৩ ও বিডব্লিউ-৩ জাতের গম চাষ করছেন চাষিরা। গমের ফলন ধরে রাখতে চাষিদেরকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিচ্ছে কৃষি বিভাগ।

কৃষি বিভাগ বলছেন, মেহেরপুর অঞ্চলের মাটি ও আবহাওয়া গম চাষের জন্য উপযোগি। গত কয়েক বছর ব্লাস্ট রোগ দেখা দেয়ায় কৃষি বিভাগ থেকে এখানকার চাষিদেরকে গম চাষে নিরুৎসাহিত করা হয়েছিল। গত বছর ব্লাস্ট প্রতিরোধী ও জিংক সমৃদ্ধ উচ্চফলণশীল গমের নতুন নতুন জাত আবাদ করে কৃষকরা সেই শংকামুক্ত হয়েছেন।

গম চাষি গাংনী উপজেলার ধর্মচাকি গ্রামের লিটন মাহমুদ জানান, এবছর আমার তিন বিঘা জমিতে গম চাষ করেছি। এক বিঘা জমিতে গম চাষ করতে সার, বীজ, চাষ, সেচসহ সব মিলিয়ে ১৮ থেকে ২০ হাজার টাকা খরচ হয়। এক বিঘা জমিতে ২০ থেকে ২২ মন গম উৎপাদন হবে। গত বছরের মত দাম

থাকলে কৃষকরা লাভবান হবেন।

সদর উপজেলার ঝাউবাড়িয়া গ্রামের গম চাষি সাহারুল ইসলাম জানান, এবার শীত বেশি পড়াই, গম ভালো হয়েছে। গম চাষ লাভজনক ফসল। এক বিঘা গম জমিতে গমের আবাদ করতে খরচ হয় মাত্র ১৮ খেকে ২০ হাজার টাকা। প্রতি বিঘা জমিতে প্রায় ২০ মন ফলন পাওয়া যায়।

তিনি জানান, চলতি মৌসুমে ৪ বিঘা জমিতে বারি-৩০ ও ৩৩ জাতের গম আবাদ করেছি। গেল বছর তিনি ২ বিঘা জমিতে গম চাষ করেছিলেন।

তিনি বলেন, এখন পর্যন্ত কোন প্রাকৃতিক দুূর্যোগ হয়নি। আবহাওয়া এমনটি থাকলে ফলন ভালো হবে এবং চাষীরা লাভবান হবেন।

গাংনী উপজেলার তেঁতুলবাড়িয়া গ্রামের চাষি সিরাজুল ইসলাম জানান, এবার তিনি ৮ বিঘা জমিতে গম চাষ করেছেন। গেল বছর আবাদ করেছিলেন ৬ বিঘা। গত বছরে রোগ বালাই ছিলোনা। তাই ফলন ও দাম দুটোই ভাল পেয়েছি। এবার বেশি করে গম চাষ করেছি।

তিনি আরো জানান, গমক্ষেতে কোন রোগ বালাই দেখা দিলে কীটনাশক বিক্রেতারা যা বলেন তাই শুনতে হয়। কোন কৃষি অফিসের লোকজনকে পাওয়া যায় না।

চাষিরা অভিযোগ করে বলেন, কৃষি অফিসের কোন পরামর্শ পাওয়া যায় না। গম ক্ষেতে রোগ বালাই দেখা দিলে কীটনাশক বিক্রেতা চাষিদের একমাত্র ভরসা।

মেহেরপুর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর উপ-পরিচালক বিজয় কৃষ্ণ হালদার জানান, মেহেরপুরে তাপ, ক্ষরাসহিষ্ণু জমি গম আবাদের জন্য উপযোগী। ব্লাস্ট প্রতিরোধী ও জিংক সমৃদ্ধ উচ্চফলণশীল গমের নতুন নতুন জাত চাষীদের গম চাষে আগ্রহ বাড়াচ্ছে। এ বিষয়ে মাঠ পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ অব্যাহত রয়েছে। দেশে গমের উৎপাদন বাড়াতে রোগ প্রতিরোধী ও জিংক সমৃদ্ধ উচ্চফলণশীল নতুন নতুন জাতের গম আবাদের চাষিদেরকে উৎসাহিত করা হচ্ছে।

গাংনীতে মসজিদ কমিটি নিয়ে এবার পাল্টা সংবাদ সম্মেলন করলেন সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষ

গাংনী উপজেলার সাহারবাটী ইউনিয়নের হিজলবাড়ীয়া গ্রামের উত্তরপাড়া বায়তুল আমান জামে মসজিদের পদত্যাগি সাধারণ সম্পাদক শাহাবুল ইসলামের সংবাদ সম্মেলনের একদিন পর পাল্টা পাল্টা সংবাদ সম্মেলন করেছেন কমিটির সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষসহ অন্যান্য সদস্যবৃন্দ।

আজ বৃহস্পতিবার বিকালে হিজলবাড়িয়া গ্রামে এই সংবাদ সম্মেলন করেন তারা।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন মসজিদ কমিটির কোষাধ্যক্ষ সাজেদুর রহমান। এসময় আরও বক্তব্য রাখেন কমিটির সভাপতি হাজী তোফাজ্জল হোসেন।

মসজিদের মেয়াদ উত্তীর্ণ কমিটি নিয়ে দ্বন্দ্বের জের ধরে সদ্য পদত্যাগি সাধারণ সম্পাদক শাহাবুল ইসলামের সংবাদ সম্মেলনের একদিন পর তার বিরুদ্ধে দুর্নীতিসহ নানা অভিযোগ তুলে পাল্টা সংবাদ সম্মেলন করেন তারা।

লিখিত বক্তব্যে মসজিদ কমিটির কোষাধ্যক্ষ সাজেদুর রহমান বলেন, উত্তরপাড়া বায়তুল আমান জামে মসজিদে এই মহল্লার মানুষের পাশাপাশি হিন্দা গ্রামেরও কিছু মুসল্লী নামাজ আদায় করেন।

মসজিদের বিভিন্ন উন্নয়ন করতে এলাকার মানুষ সাহায্য সহযোগিতা করে আসছেন। মসজিদের জন্য আদায়কৃত সকল অর্থ সচ্ছতার সাথে আয় ব্যয়ের হিসাব নিকাশ রাখা হয়। আমি কোষাধ্যক্ষ হওয়ার পর সাধারণ সম্পাদক শাহাবুল ইসলাম মসজিদের অর্থ নয়- ছয় করতে পারেনি। তাই সে আমার বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময় নানা ষড়যন্ত্র করে আসছেন। ইতোমধ্যে এই কমিটির সভাপতি হাজী তোফাজ্জল হোসেনের নেতৃত্বে স্বচ্ছতার সাথেসজিদটির বিভিন্ন উন্নয়ন করা হয়েছে। এসব উন্নয়নের খরচের পাকা ভাউচার সংরক্ষণ করা হয়েছে। সেইসি ভাউচারে সাধারণ সম্পাদক শাহাবুল ইসলামের স্বাক্ষর রয়েছে।

গত ২০১৭ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত মসজিদের আয় হয়েছে প্রায় ১ লাখ

৪৪ হাজার টাকা। খরচ খরচা বাদ দিয়ে বর্তমানে এক লাখ চার হাজার টাকা ব্যাংকে রাখা হয়েছে।

তিনি অভিযোগ করে বলেন, সাধারণ সম্পাদকের নিকট আত্মীয় আলী হোসেনের জন্য মসজিদের টাকা ধার চেয়েছিলেন। মসজিদের টাকা তাকে ধার না দেওয়ায় আমার উপর ক্ষিপ্ত হন তিনি।

কোষাধ্যক্ষ আরও বলেন, মসজিদটি তাদের যায়গার উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় কোনো ছোট খাটো সমস্যা নিয়ে গেটে তালা মেরে নামাজ বন্ধের হুমকি দিয়ে থাকেন তিনি।

গত ২৫ ফেব্রুয়ারি দিবাগত সবেবরাতের রাতে এশার নামাজ পড়া নিয়ে মুসল্লীদের মধ্যে বাকবিতন্ডায় এক পর্যায়ে সংঘর্ষ হয়। এতে উভয় পক্ষের অন্তত ১০ জন আহত হন।

সংঘর্ষে উভয় পক্ষের লোকজন আহত হলেও শাহাবুল ইসলাম বাদি হয়ে মসজিদ কমিটির সভাপতি হাজী তোফাজ্জল হোসেন, কোষাধ্যক্ষ সাজেদুরসহ এলাকার অনেকের নামে মিথ্যা মামলা দায়ের করেন। এই সংঘর্ষের ঘটনায় আমাদের ও প্রতিপক্ষের একজন করে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

সংঘর্ষ চলাকালীন সময়ে আহতরা কার আঘাতে জখম হয়েছে এটা নির্নয় না করেই আমাদের লোকজনের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ এনে মামলা দায়ের করেছেন। এই মিথ্যা ও বানোয়াট মামলাটি প্রত্যার করার আহবান জানান তিনি।

এছাড়াও শাহাবুল ইসলাম মসজিদ কমিটির সাধারণ সম্পাদক থাকায় মসজিদের টাকা আত্মসাত করেছেন।
আমি মসজিদ কমিটির ক্যাশিয়ার হিসাবে দীর্ঘ বছর নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করে আসছি। তারপরও শাহাবুল আমার নামে মিথ্যা প্রচার করে বেড়াচ্ছেন। যা দু:খজনক।

সংবাদ সম্মেলনে মসজিদ কমিটির সদস্যসহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি ও বিভিন্ন মিডিয়ার স্থানীয় সাংবাদিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, মসজিদে শবেবরাতের রাতে এশার নামাজ শেষে নামাজ পড়ানো ইমাম নিয়ে বিবাদমান দুটি পক্ষের মধ্যে সৃষ্ট সংঘর্ষে উভয় পক্ষের ১০ জন আহত হন। এদের মধ্যে বাদশা মিয়া নামের একজন মুসল্লী ঢাকা মেডিকেলে কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। এঘটনায় উভয় পক্ষই

গাংনী থানায় অভিযোগ দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন।

মেহেরপুর কলেজমোড়-টার্মিনাল পর্যন্ত এইচবিবিকরণে গোজামিল

মেহেরপুর সরকারি কলেজ মোড় থেকে নতুন বাস টার্মিনাল পর্যন্ত সড়কের দুই পাশে প্রায় কোটি টাকা বরাদ্দে এইচবিবি নির্মাণ কাজ শেষ গোজামিল দিয়ে।

কাজের শুরুতেই অনিয়ম নিয়ে মেহেরপুর প্রতিদিনসহ জাতীয় পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশ হলেও কর্তৃপক্ষের নজরে আসেনি। বরং যেনতেনভাবে কাজ শেষ করা হয়েছে। সড়ক ও জনপথ বিভাগের এই কাজের প্রকল্পই গ্রহণ করা হয়েছে লুটপাটের জন্য এ অভিযোগ স্থানীয়দের।

মেহেরপুর সড়ক ও জনপথ বিভাগের উপ বিভাগীয় প্রকৌশলী, উপসহকারী প্রকৌশলী সাব্বির ও ঠিকাদার আব্দুস সালাম বাঁধণের যোগসাজশে অনিয়ম করে এ প্রকল্প শেষ করার অভিযোগ উঠেছে।

জানা গেছে, মেহেরপুর সরকারি কলেজ মোড় থেকে চুয়াডাঙ্গা সড়কে দুই পাশে এক হাজার ৯৫০ মিটার এইচবিবি করণের প্রকল্প গ্রহণ করেছে সড়ক ও জনপথ বিভাগ। প্রকল্পটি বাস্তবায়ন ঠিকাদারের দায়িত্ব পেয়েছেন মের্সাস আমিনুলহক এন্টার প্রাইজ। তবে কাজটি করছেন জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুস সালাম বাঁধন। প্রকল্পে ১২ লাখ ১২ হাজার ৯৭৫ টাকা মাটি, ১২ লাখ ৪ হাজার ৩৬৫ টাকা বালি এবং এক নম্বর ইট বাবদ ব্যয় ধরা হয়েছে ৭৩ লাখ ৫২ হাজার ১৬৮ টাকা। সবমিলিয়ে ৯৭ লাখ ৬৯ হাজার ৩৬৫ টাকা।

প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করে দেখা গেছে, সড়কে ডান পাশের ৯৫০ মিটার এইববিবি করণের কাজ প্রায় শেষের পথে। গড়ে ৮ফুট চওড়া হওয়ার কথা থাকলে পুরো প্রকল্পের অধিকাংশ স্থানে ৪ থেকে ৬ ফুট চওড়া পাওয়া গেছে। ১২ লাখ টাকার মাটি ধরা হলেও পুরো কাজ শেষ হলেও কাজ প্রায় শেষ হলেও সেখানে এক টাকারও মাটি দেওয়া হয়নি। রোলিং করে ভালো ভাবে সাব গ্রেড করা হয়নি। এমনকি চাহিদামত পানি দিয়ে কিউরিংও করা

হয়নি, ফলে যেটুক কাজ হয়েছে অধিকাংশ স্থান দেবে গিয়েছে। দরপত্রে এক নম্বর ইট ব্যবহারের নির্দেশনা থাকলেও নিম্মমানের ইট ব্যবহার করা হচ্ছে।

১৬ ইঞ্চি গভির করে খনন করে ৬ ইঞ্চি বালি দিয়ে ভরাট করার কথা দরপত্রে থাকলেও অধিকাংশ স্থানে কম গভির করে খনন করা হয়েছে। কলেজ মোড় থেকে বামদিকের কাজ শেষ হয়েছে কয়েকদিন আগে। সেখানে দেখা গিয়েছে প্রায় ২০০ ফুট কোন কাজ করা হয়নি।

সড়কে কর্মরত নির্মাণ শ্রমিক মিলন মিয়া তখন জানিয়েছিলেন, “এখানে মাটি কেটে যা পাওয়া গেছে সেই মাটি দিয়েই পুরণ করা হয়েছে। নতুন করে কোন মাটি দেওয়া হয়নি”।

মেহেরপুর পশু হাট এলাকার বেশ কয়েকজন ব্যবসায়ী অভিযোগ করে বলেন, রাস্তার কাজ একেবারেই ভালো হয়নি। আগের রাস্তায় ভালো ছিল। এখন যে রাস্তা হয়েছে সেটা দুদিনে নষ্ট হয়ে যাবে। ইট বিছানোর পর কিউরিং করা হয়নি। মাত্র এক ট্রাক বালি এনে সমস্ত রাস্তায় ছিটানো হয়েছে। আপনারা গরু হাটের সামনে গেলে দেখতে পাবেন রাস্তায় বিছানো সকল ইট দেবে গেছে”।

এছাড়াও স্থানীয় ফার্নিচার ব্যবসায়ী হৃদয়, জাহিদ ও কাজিম প্রতিবেদকের কাছে এসে রাস্তার কাজ নিয়ে ব্যাপক অসন্তোষ প্রকাশ করেন।

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত সার্জেন্ট রাসেল হোসেন অভিযোগ করে বলেছিলেন, “আমার বাড়ি এই রাস্তার পাশেই। কাজ চলার সময় আমি কয়েকবার বাঁধা দিয়েছি, সঠিক ভাবে কাজ করার জন্য। এখন পরিস্থিতি এমন হয়ে গেছে কেউ প্রতিবাদ করতে চায় না। সবাই ভাবে সরকারি টাকা যা হচ্ছে হোক। এই রাস্তা কোন জায়গায় আট ফিট, কোন জায়গায় ছয় ফিট আবার কোথাও বা তিন ফিট খোড়া হয়েছে। রাস্তার কাজ শেষ হওয়ার আগেই রাস্তা দেবে গেছে। সরকার উন্নয়নের জন্য টাকা দিচ্ছে কিন্তু এভাবেই অপচয় করা হচ্ছে”।

তবে ঠিকাদার আব্দুস সালাম বাঁধনের সাথে গতকাল যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলে তিনি ফোন রিসিভ করেননি। তবে, এর আগে তাঁকে এ কাজের ব্যপারে এসএমএস দেওয়া হলে তিনি লিখিত বক্তব্যে বলেন, “আমার কাজে যদি কোন ত্রুটি বিচ্যুতি থাকে সেই দায় আমার, আমি কাজটি সিডিউল মোতাবেক সম্পূর্ণ করে বিল সাবমিট করব”।

প্রকল্পটির দায়িত্ব রয়েছেন উপ-সহকারী প্রকৌশলী সাব্বির হোসেন। তিনি বলেন, “কাজ এখনো শেষ হয়নি। সিডিউল মোতাবেক কাজ দেখে নেওয়া হচ্ছে। যেখানে দেবে যাচ্ছে সেখানে পুণরায় ঠিক করিয়ে নেওয়া হবে”। তবে গতকাল তিনি ফোন ধরেননি। এবং একই ভাবে অনিয়মের মধ্যে দিয়ে কাজ শেষ হলেও তাকে কোন পদক্ষেপ নিতে দেখা যায়নি।

মেহেরপুর সড়ক ও জনপথ বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী খন্দকার গোলাম মোস্তফা মেহেরপুর প্রতিদিনকে বলেন, আমি অবশ্যই ওই কাজ দেখবো। কোন অনিয়ম পেলে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তিনি আরো বলেন, আপনাদের (সাংবাদিক) সাথে নিয়ে মেহেরপুরের উন্নয়ন কাজগুলো ভালোভাবে করতে চাই।

গাংনীর কাজিপুর সীমান্তে ১৪০ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার

গাংনী উপজেলার সীমান্তবর্তী কাজিপুর গ্রামে পাখিভ্যানে করে বিশেষ ব্যবস্থায় ফেনসিডিল পাচারের সময় ১৪০ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিল উদ্ধার করেছে বিজিবি।

৪৭ বর্ডারগার্ড বাংলাদেশ বিজিবি’র কাজিপুর বিওপি ক্যাম্পের কমান্ডার সুবেদার মাহবুবের নেতৃত্বে বিজিবির একটি টিম আন্তর্জাতিক সীমান্ত পিলার ১৪৬ এর বাংলাদেশ অভ্যন্তরের ভিতরে অভিযান চালিয়ে ফেনসিডিলগুলো উদ্ধার করা হয়। এসময় ইঞ্জিনচালিত পাখি ভ্যানটিও জব্দ করা হয়েছে।

কাজিপুর বিওপি ক্যাম্পের কমান্ডার সুবেদার মাহবুব জানান, পাখিভ্যানের বসার চরাটের ভিতর বিশেষ কায়দায় ফেনসিডিল পাচার হচ্ছে এমন সংবাদ পেয়ে ঘটনাস্থলে অভিযান চালানো হয়। বিজিবির উপস্থিতি টের পেয়ে মাদক ব্যবসায়ীরা পাখিভ্যানটি ফেলে পালিয়ে যায়। পরে পাখিভ্যানের বসার চরাট কেটে পলিথিন মোড়ানো ব্যাগের মধ্যে থেকে ১৪০ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিল উদ্ধার করা হয়।

ফেনসিডিল উদ্ধারের ঘটনায় কাজিপুর মধ্যে পাড়া এলাকার সোনাতন

মিয়ার ছেলে শিপন আলী ও মোঃ সুমন আলীকে আসামি করে মাদক আইনে গাংনী থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

গাংনী থানায় ভুক্তভোগীদের মানবপাচার মামলা

অবশেষে আদম পাচারকারীর দালালদের গোপন ক্যাম্প থেকে ১০৪ যুবককে উদ্ধার করেছে মালেশিয়ান ইমিগ্রেশন পুলিশ। মালেশিয়ার সালাক সালাতন নামের একটি ক্যাম্প থেকে তাদের আটক করেন পুলিশ।

আটক যুবকদের পরিবারের লোকজন ও মালেশিয়ার সালাক সালাতন ক্যাম্পে বন্দী গাংনী উপজেলার সাহেবনগর গ্রামের আনারুল ইসলামের ছেলে আব্দুর রহমান, আব্দুল মজিদের ছেলে আব্দুস সালাম মোবাইল ফোনে এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

এদিকে সাহেবনগর গ্রামের মোফাজ্জল হোসেন, ব্রজপুর গ্রামের আনারুল ইসলাম, কল্যাণপুর গ্রামের ওবায়দুল্লাহ, আব্দুল মজিদ, রফিকুল ইসলাম, আসাদুল ইসলাম ও আতিয়ার রহমান বাদী হয়ে গাংনী থানায় একটি মামলা দায়ের করেছেন। সহ কয়েকজন বাদী হয়ে গাংনী থানায় একটি মামলা দায়ের করেছেন।

মুছা ইন্টারন্যাশল নামের আদম ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের মালিক সাহেবনগর গ্রামের মৃত ইছাহাক আলীর ছেলে ইঞ্জিনিয়ার মুসা কলিমকে প্রধান আসামি ও একই গ্রামের আব্দুল হাদি ওরফে সুরজের ছেলে আব্দুল আওয়াল, আব্দুল হাদি, রঞ্জিত মন্ডলের ছেলে আমিরুল ইসলাম, নুর ইসলামের ছেলে হাসানুজ্জামান, নুর মোহাম্মদের ছেলে আরিফুল ইসলামকে মামলার আসামি করা হয়েছে।

২০১২ সালের মানব পাচার আইনের ৬(২)/ ৭/৯/১০ ধারায় মামলাটি দায়ের করা হয়। গাংনী থানার মামলার নং ৩২ তাং ২৮/০২/২৪ ইং।

গাংনী থানার তদন্ত অফিসার মনোজিত কুমার নন্দী মামলার এই তথ্য নিশ্চিত করেন।

মেহেরপুর পৌর মেয়র রিটনের পিতার ইন্তেকাল

মেহেরপুর পৌরসভার মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটনের পিতা মোঃ আব্দুল হালিম ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

আজ বুধবার (২৮ ফেব্রুয়ারি) বিকেল ৫ টা ১০ মিনিটের সময় মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেন।

তিনি মেহেরপুর পুরাতন পোস্ট অফিসপাড়ার নিবাসী। তাঁর বড় ছেলে মরহুম মিজানুর রহমান রিপন মেহেরপুর পৌরসভার কাউন্সিলর ছিলেন। তিনি দুই ছেলে ও দুই মেয়ের জনক ছিলেন। আগামীকাল বৃহস্পতিবার সকাল ১০টার সময় মেহেরপুর হোটেল বাজার জামে মসজিদ প্রাঙ্গনে জানাযা শেষে পৌর কবরস্থানে দাফন করা হবে।

এদিকে, মেহেরপুর পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটনের বাবার মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। তার বিদেহী শান্তি কামনা করে শোক জানিয়েছেন মেহেরপুর প্রতিদিনের প্রকাশক এম এ এস ইমন, সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন, মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি তোজাম্মেল আযম, সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব চান্দুসহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ।

একুশে বইমেলায় বীর

মুক্তিযোদ্ধা আবুল কাসেমের নাট্যগ্রন্থ ‘এ সমাজ ভাঙতে হবে’

অমর একুশে বইমেলায় প্রকাশিত হয়েছে বীর মুক্তিযোদ্ধা, কবি ও শিক্ষক আবুল কাসেমের নাট্যগ্রন্থ ‘এ সমাজ ভাঙতে হবে’। এ নাট্যগ্রন্থটির ভূমিকা লিখেছেন স্বনামখ্যাত নাট্যনির্দেশক ও অভিনেতা বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিালক লিয়াকত আলী লাকী।

নাটক সমাজের দর্পণ, সমাজ বদলের হাতিয়ার। এই বইয়ের নাটকগুলোও সেই দর্শনই বহন করে। বস্তুত, আপামর শিল্পপ্রাণ লেখক আবুল কাসেমের এ নাট্যগ্রন্থের নাটকগুলোতে শৈল্পিক নিরিখে ফুটে উঠেছে মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের চরম বাস্তবতার নানাদিক-নানাপ্রসঙ্গ।

বীর মুক্তিযোদ্ধা আবুল কাসেম তাঁর এ গ্রন্থটির মধ্য দিয়ে সমাজ পরিবর্তনের অঙ্গীকার, নতুন সমাজ গড়ার স্বপ্ন ও স্বাধীনতার চেতনা অবগাহনে আলো ফেলেছেন। চারটি নাটকে সজ্জিত এ নাট্যগ্রন্থটি তাঁর প্রথম বই। নাটকগুলো হলো— পঁচাত্তর পরবর্তী সময়ে স্বাধীনতাবিরোধী অপশক্তির পুনরুত্থানের প্রেক্ষাপটে রচিত ‘মীর জাফরের পদধ্বনি’; স্বাধীনতার বীর সেনানী মুক্তিযোদ্ধাদের নিগৃহীত-নিষ্পেষিত হওয়ার বিয়োগাত্মক অ্যাখান ‘বুকের রক্তে লালিত স্বাধীনতা’; যৌতুকের করাল গ্রাসে নিমজ্জিত সমাজের চিত্র ‘যৌতুক’ এবং গ্রামীণ সমাজ-সংস্কৃতির ভালো-মন্দ নিয়ে রচিত নাটক ‘কালো মানিক’।

বইটি প্রকাশ করছে প্রকাশনা সংস্থা ‘পুথিনিলয়’। প্রচ্ছদ এঁকেছেন শিল্পী চারু পিন্টু। মূল্য ৪৫০ টাকা। পাওয়া যাচ্ছে অমর একুশে বইমেলার পুথিনিলয়’-এর প্যাভিলিয়নে (প্যাভিলিয়ন নম্বর ৩৪)।

অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক আবুল কাসেম একাধারে নাট্যকার, আধ্যাত্মবাদী কবি, গল্পকার ও রাজনীতিবিদ। এর পাশাপাশি তিনি একজন নাট্য ও যাত্রাপালা নির্দেশক, পরিকল্পক ও প্রযোজক। ত্যাগী ও কষ্টসহিষ্ণু মানুষটি বাংলাদেশের প্রান্তিক অঞ্চলে বাস করেও শিল্প-সাহিত্য ও দেশের জন্য নীরবেই অবদান রেখে চলেছেন।

১৯৫১ সালের ১৪ জানুয়ারি অবিভক্ত বাংলার নদীয়া জেলার তেহট্ট মহকুমার জিৎপুর গ্রামে জন্মগ্রহন করেন নাট্যকার আবুল কাসেম । স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম রাজধানী মুজিবনগর ও মেহেরপুর শহরের অদূরের রাধাকান্তপুর গ্রামে শৈশব থেকে তিনি বসবাস করছেন। এ গ্রামের স্কুলেই তার লেখাপড়া শুরু। ছাত্র জীবনে তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশমাতৃকার টানে রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হন। তিনি মেহেরপুরে বিভিন্ন স্কুল-কলেজে অধ্যয়ন শেষে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালল থেকে দর্শনের ওপর একাডেমিক পড়াশোনা সম্পন্ন করেন। এরপর পেশা হিসেবে শিক্ষকতা বেছে নেন।

আবহমান গ্রামবাংলার সংস্কৃতির অসাম্প্রদায়িক চেতনার একজন উদার ও সাদামনের মানুষ, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং একজন আদর্শ শিক্ষক হিসেবে এলাকায় সর্বাধিক পরিচিতি পান। এই সময়ে নিজ গ্রাম ও অঞ্চলের পাশাপাশি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের নিয়ে নাটক নির্মান এবং দেশীয় ঐতিহ্যের অন্যান্য উপাদান ‘যাত্রা’ শিল্পের নির্দেশক হিসেবেও দীর্ঘদিন কাজ করেছেন। সমাজ সংস্কারেও তাঁর ভূমিকা অত্যন্ত প্রশংসনীয়।